বিংশতি অধ্যায়

বৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ ঋতু

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার বর্ণনা বর্ধিত করার অভিপ্রায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই অধ্যায়ে বর্ষা ও শরৎ ঋতুতে বৃন্দাবনের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা উপস্থাপনকালে রূপকার্থে তিনি নানা মধুর উপদেশ প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তয়োস্তদদ্ভুতং কর্ম দাবাগ্নের্মোক্ষমাত্মনঃ ।
গোপাঃ স্ত্রীভ্যঃ সমাচখ্যুঃ প্রলম্ববধমেব চ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তয়োঃ**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁদের দুজনের; **তৎ**—সেই; **অদ্ভুতম্**—বিস্ময়কর; **কর্ম**—কর্ম; **দাব-অগ্নেঃ**—দাবানল থেকে; **মোক্ষম্**—উদ্ধার; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **স্ত্রীভ্যঃ**—স্ত্রীদের নিকট; **সমাচখ্যুঃ**—তাঁরা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন; **প্রলম্ব-বধম্**—প্রলম্বাসুর বধ; **এব**—বস্তুত; **চ**—ও।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তার পর গোপবালকেরা বৃন্দাবনের স্ত্রীদের নিকট দাবানল থেকে তাঁদের উদ্ধার এবং প্রলম্বাসুর বধরূপ কৃষ্ণ ও বলরামের অদ্ভুত কর্ম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ২

গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ তদুপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ ।
মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ ॥ ২ ॥

গোপ-বৃদ্ধাঃ—বৃদ্ধ গোপগণ; **চ**—এবং; **গোপ্যঃ**—বৃদ্ধা গোপীগণ; **চ**—ও; **তৎ**—তা; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত; **মেনিরে**—তাঁরা বিবেচনা করলেন; **দেব-প্রবরৌ**—দুজন প্রধান দেবতা; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম ভ্রাতৃদের; **ব্রজম্**—বৃন্দাবনে; **গতৌ**—আগত।

অনুবাদ

বৃদ্ধ গোপ ও বৃদ্ধা গোপীগণ এই বর্ণনা শ্রবণ করে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরাম অবশ্যই মহান কোনও দেবতা হবেন যাঁরা বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৩

ততঃ প্রাবর্তত প্রাবৃট্ সর্বসত্ত্বসমুদ্ভবা ।
বিদ্যোতমানপরিধির্বিস্ফূর্জিতনভস্তলা ॥ ৩ ॥

ততঃ—তার পর; প্রাবর্তত—শুরু হল; প্রাবৃট্—বর্ষা ঋতু; সর্বসত্ত্ব—সকল প্রাণীর; সমুদ্ভবা—উৎপত্তির উৎস; বিদ্যোতমান—বিদ্যুতের চমক; পরিধিঃ—দিগন্ত; বিস্ফূর্জিত—(মেঘগর্জনের দ্বারা) ক্ষোভিত হল; নভঃ-তলা—আকাশ।

অনুবাদ

তার পর সমস্ত প্রাণীর জীবন ও খাদ্য প্রদানকারী বর্ষা ঋতু শুরু হল। আকাশে গুড়গুড় মেঘগর্জন আর দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকিত হতে লাগল।

শ্লোক ৪

সান্দ্রনীলাম্বুদৈর্ব্যোম সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ ।
অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্নং ব্রহ্মেব সগুণং বভৌ ॥ ৪ ॥

সান্দ্র—গভীর; নীল—নীল; অম্বুদৈঃ—মেঘ দ্বারা; ব্যোম—আকাশ; স-বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ; স্তনয়িত্নুভিঃ—এবং মেঘগর্জন সহ; অস্পষ্ট—অস্পষ্ট; জ্যোতিঃ—জ্যোতি; আচ্ছন্নম্—আচ্ছাদিত; ব্রহ্ম—আত্মা; ইব—যেন; স-গুণম্—প্রকৃতির জড় গুণের দ্বারা; বভৌ—প্রকাশিত ছিল।

অনুবাদ

আকাশ তখন বিদ্যুৎ ও গর্জন সহ ঘন নীল মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। আত্মা যেমন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সেভাবেই আকাশ ও তার স্বাভাবিক জ্যোতি আচ্ছাদিত ছিল।

তাৎপর্য

বিদ্যুৎকে সত্ত্বগুণের সঙ্গে, গর্জনকে রজোগুণের সঙ্গে এবং মেঘকে তমোগুণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এভাবেই বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হচ্ছে প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত শুদ্ধ আত্মাসদৃশ, কারণ সেই সময় সে আচ্ছাদিত থাকার ফলে তার আদি উজ্জ্বল প্রকৃতি জড় গুণাবলীর কুয়াশাচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে নিষ্প্রভভাবে প্রতিফলিত হয়।

শ্লোক ৫

অষ্টৌ মাসান্নিপীতং যদ্ ভূম্যাশ্চোদময়ং বসু ।
স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্জন্যঃ কাল আগতে ॥ ৫ ॥

অষ্টৌ—আট; **মাসান্**—মাস ধরে; **নিপীতম্**—পান করেছিল; **যৎ**—যে; **ভূম্যাঃ**—পৃথিবীর; **চ**—এবং; **উদ-ময়ম্**—জলরূপ; **বসু**—ধন; **স্ব-গোভিঃ**—তার নিজের কিরণের দ্বারা; **মোক্তুম্**—মুক্ত করতে; **আরেভে**—শুরু করল; **পর্জন্যঃ**—সূর্য; **কাল**—উপযুক্ত সময়; **আগতে**—যখন তা উপস্থিত হয়েছে।

অনুবাদ

সূর্য তার রশ্মি দ্বারা আট মাস ধরে পৃথিবীর জলরূপ ধন শোষণ করেছিল। এখন উপযুক্ত সময় এসেছে, সূর্য তার সেই সঞ্চিত ধন মোচন করতে শুরু করল।

তাৎপর্য

আচার্যগণ পৃথিবীর জল-সম্পদকে সূর্যের বাষ্পে পরিণত করা রাজার কর সংগ্রহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, বিংশতি অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ এই উপমা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"সূর্যকিরণের দ্বারা ভূমি থেকে আকর্ষিত সঞ্চিত জলই হচ্ছে মেঘপুঞ্জ। আট মাস ধরে সূর্য পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে সমস্ত রকমের জল বাষ্পে পরিণত করে এবং এই জল মেঘের আকারে সঞ্চিত হয়, যা প্রয়োজনের সময় জলরূপে নেমে আসে। তেমনই, সরকার নাগরিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের কর সংগ্রহ করেন, যা তারা কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প আদি তাদের বিভিন্ন জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা প্রদান করতে সক্ষম হয়। এভাবেই আয়কর এবং বিক্রয়কর রূপেও সরকার কর সংগ্রহ করতে পারেন। সরকারের এই কর সংগ্রহ পৃথিবী থেকে সূর্যের জল সংগ্রহের সঙ্গে তুলনীয়। যখন পৃথিবীর উপরিভাগে আবার জলের প্রয়োজন হয়, তখন সেই একই সূর্যকিরণ জলকে মেঘে পরিণত করে পৃথিবীর সর্বত্র বিতরণ করে। তেমনই, সরকার যে কর আদায় করেন তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজসেবা, স্বাস্থ্য-উন্নয়ন প্রকল্প আদি জনহিতকর কার্যের মাধ্যমে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া কর্তব্য। আদর্শ সরকারের পক্ষে এটি অবশ্য করণীয়। অনর্থক অপব্যয় করার জন্য সরকারের কর আদায় করা উচিত নয়; সংগৃহীত কর রাষ্ট্রের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা উচিত।"

শ্লোক ৬

তড়িদ্বন্তো মহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ ।
প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব ॥ ৬ ॥

তড়িৎ-বন্তঃ—বিদ্যুৎ প্রদর্শন করে; **মহা-মেঘাঃ**—বিশাল মেঘরাশি; **চণ্ড**—প্রচণ্ড; **শ্বসন**—বায়ুর দ্বারা; **বেপিতাঃ**—কম্পিত; **প্রীণনম্**—তৃপ্তিদান; **জীবনম্**—তাদের

জীবন (তাদের জল); **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **অস্য**—এই জগতের; **মুমুচুঃ**—তারা মোচন করল; **করুণাঃ**—কৃপাময় ব্যক্তিগণ; **ইব**—ঠিক যেন।

অনুবাদ

বিদ্যুতের দ্বারা চমকিত হয়ে বিশাল মেঘরাশি কম্পিত এবং প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা চালিত হচ্ছিল। ঠিক কৃপাময় ব্যক্তির মতো মেঘরাশি এই পৃথিবীর সুখের জন্য তাদের জীবন দান করছিল।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন মহৎ ও করুণাময় ব্যক্তিগণ কখনও কখনও সমাজের সুখের জন্য তাঁদের জীবন বা সম্পদ দান করেন, তেমনই বর্ষার মেঘরাশিও শুষ্ক পৃথিবীর উপর তাদের বৃষ্টি ঢেলে দেয়। যদিও এর ফলে মেঘেরা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তারা পৃথিবীর সুখের জন্য মুক্তভাবেই বর্ষণ করে।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের উপর এভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—"বর্ষা ঋতুর সময়ে, প্রবল বায়ু সমগ্র দেশের উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে প্রবাহিত হয় এবং জল বিতরণ করার জন্য মেঘগুলিকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বহন করে নিয়ে যায়। গ্রীষ্মের পরে যখন জলের অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন মেঘগুলিকে ধনী লোকের মতো মনে হয়, যিনি অভাবকালে তাঁর সমগ্র ধনভাণ্ডার উজাড় করেও বিতরণ করেন। বর্ষার মেঘগুলিও তেমনই পৃথিবীর উপরিভাগের সর্বত্র জল বিতরণ করে নিঃশেষিত হয়ে পড়ে।

কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের পিতা মহারাজ দশরথ যখন তাঁর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতেন, তখন কৃষক যেমন তার জমি থেকে সমস্ত আগাছাগুলি সমূলে উৎপাটিত করে, ঠিক সেভাবেই তাঁর শত্রুদের দিকে তিনি এগিয়ে যেতেন। আর যখন দান করার প্রয়োজন হত, তখন মেঘ যেভাবে বৃষ্টি বিতরণ করে ঠিক সেভাবেই তিনি অর্থ দান করতেন। মেঘের জল বিতরণ এতই উদার যে, মহান ও উদারচিত্ত ব্যক্তির ধন বিতরণের সঙ্গে তার তুলনা করা যায়। মেঘের প্রবল বর্ষণ এতই পর্যাপ্ত যে, পাথরের উপর, পাহাড়ের উপর, সাগর-মহাসাগরের উপর, যেখানে জলের কোন প্রয়োজন নেই সেখানেও বৃষ্টি পড়ে। মেঘ যেন এক দানশীল ব্যক্তির মতো যিনি বিতরণের জন্য তাঁর কোষাগার উন্মুক্ত করেন এবং বিচার করেন দেখেন না যে, তাঁর সেই দানে কারও প্রয়োজন আছে কি নেই। তিনি মুক্তহস্তে দান করে চলেন।"

রূপকার্থে বলতে গেলে, বর্ষার মেঘরাশির মধ্যে বিদ্যুৎ যেন আলো যার দ্বারা মেঘেরা পৃথিবীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দর্শন করে, আর প্রবাহিত বায়ু তাদের দীর্ঘ

নিঃশ্বাস, যেমন কোন দুঃখীজনের মধ্যে দেখা যায়। পৃথিবীর অবস্থা দেখে দুঃখিত হয়ে, করুণাময় ব্যক্তির মতো মেঘরাশি বাতাসে কম্পিত হতে থাকে। তাই তারা তাদের বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে।

শ্লোক ৭

তপঃকৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্ বর্ষীয়সী মহী ।
যথৈব কাম্যতপসস্তনুঃ সম্প্রাপ্য তৎফলম্ ॥ ৭ ॥

তপঃ-কৃশা—গ্রীষ্মের তাপের দ্বারা কৃশ; **দেব-মীঢ়া**—বৃষ্টির দেবতা দ্বারা কৃপাপূর্ণভাবে বর্ষিত হয়; **আসীৎ**—হয়ে ওঠে; **বর্ষীয়সী**—সম্পূর্ণ পুষ্ট; **মহী**—পৃথিবী; **যথা এব**—ঠিক যেন; **কাম্য**—ইন্দ্রিয়-তর্পণের উপর প্রতিষ্ঠিত; **তপসঃ**—তপস্বীর; **তনুঃ**—দেহ; **সম্প্রাপ্য**—লাভের পর; **তৎ**—সেই তপস্যার; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

গ্রীষ্মের তাপে পৃথিবী শীর্ণ হয়ে যান, কিন্তু বৃষ্টির দেবতার দ্বারা যখন সিক্ত হন, তখন তিনি পূর্ণরূপে পুষ্ট হয়ে ওঠেন। এভাবেই পৃথিবী এক ব্যক্তির মতো যাঁর দেহ এক জাগতিক উদ্দেশ্যে তপস্যার দ্বারা কৃশ হয়েছে, কিন্তু যিনি তাঁর তপস্যার ফল লাভ করার পর পুনরায় পরিপূর্ণভাবে পুষ্ট হয়ে ওঠেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে, এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন—"বর্ষার আগমনের পূর্বে, সমগ্র পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রায় শক্তিহীনা হয়ে পড়েছিল এবং তাই অত্যন্ত কৃশ দেখাচ্ছিল। বর্ষার পরে, পৃথিবীপৃষ্ঠ গাছপালায় সবুজে পরিণত হয় এবং তা অত্যন্ত সুস্থ ও সবল বলে মনে হয়। এখানে, পৃথিবীকে জড় বাসনা চরিতার্থ করার মানসে তপস্যারত মানুষের সঙ্গেই তুলনা করা হয়েছে। বর্ষা ঋতুর পর পৃথিবীর সমৃদ্ধ অবস্থাকে জড় বাসনার পূর্ণতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কখনও কখনও, কোনও অবাঞ্ছিত সরকার যখন কোনও দেশের উপর রাজত্ব করে, তখন সেই দেশের মানুষেরা এবং সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যা করে এবং তার পর তারা যখন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তখন নিজেদের মধ্যে পর্যাপ্ত বেতন প্রদান করে তারা মহা আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করতে থাকে। বর্ষা ঋতুতে পৃথিবীর আড়ম্বর অনেকটা এই রকম। প্রকৃতপক্ষে, চিন্ময় আনন্দ লাভের জন্যই কেবল কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্যই কেবল তপস্যা করা উচিত। ভগবৎ-ভক্তিতে

তপশ্চর্যা গ্রহণের মাধ্যমে যে কেউ তার পারমার্থিক জীবন পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং কেউ যখন তার পারমার্থিক জীবন লাভ করে, তখন সে অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু কেউ যদি কোনও জড়জাগতিক লাভের জন্য তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করে, তা হলে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, তার ফল ক্ষণস্থায়ী এবং অল্প বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল তা কামনা করে।"

শ্লোক ৮

নিশামুখেষু খদ্যোতাস্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ ।
যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥ ৮ ॥

নিশা-মুখেষু—সন্ধ্যাকালে; **খদ্যোতাঃ**—জোনাকি পোকারা; **তমসা**—অন্ধকারের জন্য; **ভান্তি**—দীপ্তি পায়; **ন**—না; **গ্রহাঃ**—গ্রহগুলি; **যথা**—যেমন; **পাপেন**—পাপকর্মের জন্য; **পাষণ্ডাঃ**—নাস্তিক মতবাদগুলি; **ন**—এবং না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বেদাঃ**—বেদসকল; **কলৌ যুগে**—কলিযুগে।

অনুবাদ

এই কলিযুগে পাপকর্মের প্রাধান্য হেতু নাস্তিক মতবাদগুলি যেভাবে বেদের প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ঠিক সেভাবেই বর্ষাকালে সন্ধ্যার সময়ে অন্ধকারে নক্ষত্রসকল দীপ্তি না পেয়ে জোনাকি পোকারা দীপ্তি পেতে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ ভাষ্য প্রদান করেছেন এভাবে—"বর্ষাকালে, সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছের উপরে, এখানে সেখানে সর্বত্রই অনেক জোনাকি পোকা দেখা যায় এবং তারা আলোক-শিখার মতো জ্বলজ্বল করতে থাকে। কিন্তু সেই সময় আকাশে চন্দ্র ও নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্কগুলি দেখা যায় না। তেমনই, কলিযুগে নাস্তিক ও দুষ্কৃতকারীরা অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু পারমার্থিক মুক্তির জন্য বৈদিক নীতির অনুসরণকারী ব্যক্তিরা বাস্তবিকপক্ষে সকলের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যান। এই কলিযুগকে জীবদের মেঘাচ্ছন্ন কালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই যুগে জড় সভ্যতার উন্নতির প্রভাবে প্রকৃত জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। সস্তা মনোধর্মী, নাস্তিক এবং তথাকথিত সমস্ত ধর্ম প্রবর্তকেরা জোনাকি পোকার মতো প্রাধান্য বিস্তার করে, কিন্তু যথাযথভাবে বৈদিক নীতি ও শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালনকারী ব্যক্তিরা এই যুগের মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়েন।

"জোনাকির আলোর পরিবর্তে মানুষের সূর্য, চন্দ্র, তারকা আদি আকাশের প্রকৃত জ্যোতিষ্কের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, অন্ধকার রাত্রে জোনাকি পোকা

মোটেই আলোক দিতে পারে না। বর্ষাকালেও আকাশ মেঘমুক্ত হলে যেমন সূর্য, চন্দ্র ও তারাদের আবার দেখা যায়, তেমনই কলিযুগেও কখনও কখনও বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৈদিক আন্দোলন—'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র' বিতরণ এভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। যে সমস্ত মানুষ যথার্থ জীবন লাভ করতে আন্তরিকভাবে আগ্রহান্বিত, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনাকারীর তথাকথিত আলোকের দিকে তাকানোর পরিবর্তে এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করা তাদের কর্তব্য।"

শ্লোক ৯

শ্রুত্বা পর্জন্যনিনদং মণ্ডূকাঃ সসৃজুর্গিরঃ ।
তূষ্ণীং শয়ানাঃ প্রাগ্ যদ্বদ্ ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে ॥ ৯ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **পর্জন্য**—বর্ষার মেঘের; **নিনদম্**—ধ্বনি; **মণ্ডূকাঃ**—ব্যাঙেরা; **সসৃজুঃ**—শুরু করল; **গিরাঃ**—তাদের শব্দ; **তূষ্ণীম্**—মৌনভাবে; **শয়ানাঃ**—শায়িত; **প্রাক্**—পূর্বে; **যদ্বৎ**—ঠিক যেমন; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ; **নিয়ম-অত্যয়ে**—তাঁদের প্রাতঃকালীন কর্তব্য সমাপ্তের পর।

অনুবাদ

ব্যাঙেরা সর্বক্ষণ নীরবে শায়িত ছিল, কিন্তু বর্ষার মেঘধ্বনি শ্রবণ করে হঠাৎই তারা ডাকতে শুরু করল, ঠিক যেভাবে ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ নিঃশব্দে তাঁদের প্রাতঃকালীন কর্তব্য সম্পাদন করার পর শিক্ষকের আহ্বান শোনা মাত্রই তাঁদের পাঠ আবৃত্তি করতে শুরু করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেন, "প্রথম বৃষ্টির পর যখন মেঘের গর্জন হয়, তখন ব্যাঙেরা ডাকতে থাকে। তাদের ডাক শুনে মনে হয় যেন পড়ুয়ারা পাঠ করছে। ছাত্রদের সাধারণত খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা উচিত। কিন্তু তারা সাধারণত নিজেদের ইচ্ছামতো ঘুম থেকে ওঠে না, কিন্তু মন্দিরে অথবা গুরুকুলে যখন ঘণ্টা বাজে, তখন সেই ঘণ্টার শব্দে তারা উঠে পড়ে। গুরুদেবের আদেশে তারা তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে এবং তাদের প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে তারা *বেদ* অধ্যয়ন করতে অথবা বৈদিক মন্ত্র স্তব করতে বসে পড়ে। তেমনই, কলিযুগের অন্ধকারে সকলেই ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু যখন কোনও মহান আচার্যের আগমন হয়, তখন তাঁর আহ্বানেই কেবল যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য সকলেই বেদ পাঠ করতে শুরু করে।

শ্লোক ১০

আসন্নুৎপথগামিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতীঃ ।
পুংসো যথাস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ ॥ ১০ ॥

আসন্—তারা হয়েছিল; **উৎপথগামিন্যঃ**—তাদের গতি থেকে বিপথগামী; **ক্ষুদ্র**—ক্ষুদ্র; **নদ্যঃ**—নদীসকল; **অনুশুষ্যতীঃ**—শুষ্ক হয়ে; **পুংসঃ**—একজন ব্যক্তির; **যথা**—যেমন; **অস্বতন্ত্রস্য**—যে স্বাধীন নয় (অর্থাৎ, যে তার ইন্দ্রিয়ের বশীভূত); **দেহ**—দেহ; **দ্রবিণ**—দৈহিক সম্পত্তি; **সম্পদঃ**—এবং ধন।

অনুবাদ

যে সমস্ত ক্ষুদ্র নদীগুলি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, বর্ষা ঋতুর আগমনের সঙ্গে সেগুলি স্ফীত হতে শুরু করল এবং তার পরে ঠিক যেমন ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মানুষের দেহ, সম্পত্তি ও অর্থ বিপথগামী হয়ে থাকে, তেমনই তাদের নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে বিপথগামী হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন "বর্ষাকালে অনেক ছোট ছোট পুকুর, হ্রদ ও নদী জলে ভরে যায়; অন্যথায় বৎসরের বাকি সময়ে তারা শুকিয়ে থাকে। তেমনই, জড়বাদী মানুষেরা শুষ্ক মনোভাবাপন্ন, কিন্তু যখন তারা গৃহ বা সন্তান-সম্পদ অথবা ব্যাঙ্কে অল্প জমা টাকার দ্বারা যেন ঐশ্বর্যশালী হয়, তখন মনে হয় যে, তারা খুব উন্নতি সাধন করেছে, কিন্তু অল্পকাল পরেই তারা আবার সেই খানা, ডোবা ও ছোট নদীর মতো শুষ্ক হয়ে পড়ে। কবি বিদ্যাপতি বলেছেন যে, বন্ধুবান্ধব, পরিবার, সন্তান ও স্ত্রী আদি সমাজে অবশ্যই কিছু সুখ রয়েছে, কিন্তু সেই সুখ মরুভূমির বুকে এক বিন্দু জলের সঙ্গে তুলনীয়। মরুভূমিতে পথিক যেমন জলের জন্য আকুল হয়ে ওঠে, তেমনই সকলেই সুখের জন্য আকুল হচ্ছে। মরুভূমিতে যদি এক বিন্দু জল দেখা যায়, জল সেখানে রয়েছে, নিঃসন্দেহে, কিন্তু সেই এক বিন্দু জলের উপকারিতা অতি সামান্য। আমাদের জড়জাগতিক জীবনে আমরা মহাসমুদ্র পরিমাণ সুখ কামনা করছি, কিন্তু সমাজ, বন্ধুবান্ধব ও জাগতিক প্রেমের মাধ্যমে আমরা যে সুখ পাচ্ছি তা এক বিন্দু জলের থেকে বেশি কিছু নয়। যেমন শুষ্ক দিনে ছোট নদী, হ্রদ ও পুকুর কখনই জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে না, তেমনই আমাদের পরিতৃপ্তি হয় না।"

শ্লোক ১১

হরিতা হরিভিঃ শষ্পৈরিন্দ্রগোপৈশ্চ লোহিতা ।
উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভূরভূৎ ॥ ১১ ॥

হরিতাঃ—ঈষৎ সবুজ; **হরিভিঃ**—যা হচ্ছে সবুজ; **শষ্পৈঃ**—নবীন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঘাসের জন্য; **ইন্দ্রগোপৈঃ**—ইন্দ্রগোপ কীটের জন্য; **চ**—এবং; **লোহিতা**—ঈষৎ লাল; **উচ্ছিলীন্ধ্র**—ব্যাঙের ছাতার দ্বারা; **কৃত**—প্রদান করা হয়েছে; **ছায়া**—আশ্রয়; **নৃণাম্**—মানুষদের; **শ্রীঃ**—ঐশ্বর্য; **ইব**—ঠিক যেন; **ভূঃ**—পৃথিবী; **অভূৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

নবীন সতেজ ঘাস পৃথিবীকে পান্নার মতো সবুজ করে তুলেছিল, ইন্দ্রগোপ কীটেরা তাতে ঈষৎ লাল বর্ণ যোগ করেছিল এবং সাদা ব্যাঙের ছাতাগুলি আরও বর্ণ ও ছায়াচক্র সংযুক্ত করেছিল। এভাবেই পৃথিবীকে যেন হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা ব্যক্তির মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেছে যে, *নৃণাম্* শব্দটি নৃপতিগণকে ইঙ্গিত করে। এভাবেই উজ্জ্বল লাল বর্ণের কীট ও শুভ্র ব্যাঙের ছাতার দ্বারা সজ্জিত ঘন সবুজ মাঠের বর্ণাঢ্য প্রদর্শনকে কোনও এক নৃপতির দ্বারা প্রদর্শিত সামরিক শক্তির রাজকীয় কুচকাওয়াজের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

শ্লোক ১২

ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ ।
মানিনামনুতাপং বৈ দৈবাধীনমজানতাম্ ॥ ১২ ॥

ক্ষেত্রাণি—মাঠগুলি; **শস্য-সম্পদ্ভিঃ**—তাদের শস্য-সম্পদের দ্বারা; **কর্ষকাণাম্**—কৃষকদেরকে; **মুদম্**—আনন্দ; **দদুঃ**—দিয়েছিল; **মানিনাম্**—যারা মিথ্যা অহঙ্কারে গর্বিত সেই অন্যান্যদের; **অনুতাপম্**—অনুতাপ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দৈব-অধীনম্**—দৈবের নিয়ন্ত্রণ; **অজানতাম্**—হৃদয়ঙ্গম না করে।

অনুবাদ

শস্য-সম্পদের দ্বারা মাঠগুলি কৃষকদের আনন্দ দান করেছিল। কিন্তু যারা কৃষিকার্যে নিযুক্ত হতে অত্যন্ত অভিমানী ছিল এবং কিভাবে সমস্ত কিছুই পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন তা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই সমস্ত মাঠগুলি তাদের হৃদয়ে অনুতাপের সৃষ্টি করেছে।

তাৎপর্য

যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের ফলে মহানগরবাসীদের দুর্দশাগ্রস্ত ও বিরক্ত হওয়াটা সাধারণ ঘটনা। তারা বুঝতে পারে না কিংবা ভুলে যায় যে, বৃষ্টি তাদের খাদ্যশস্যকেই পুষ্ট করে। যদিও তারা নিঃসন্দেহে আহার উপভোগ করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি

করতে পারে না যে, বৃষ্টির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শুধু মানুষদেরই খাওয়ান না—গাছপালা, প্রাণী এবং স্বয়ং পৃথিবীকেও খাওয়ান।

যারা কৃষিকাজ করে তাদের দেখে আধুনিক সম্ভ্রান্ত মানুষেরা নাক সিঁটকায়। বাস্তবিকপক্ষে, আমেরিকার চলতি ভাষাতেও একজন সরল, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে কখনও কখনও 'চাষা' বলে ডাকা হয়। কোনও কোনও সরকারী মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কারণ কিছু পুঁজিপতিরা বাজার দরের উপর তার প্রভাব পড়বে বলে ভয় পায়। আধুনিক সরকারে বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম ও সুবিধাবাদী ব্যবস্থার ফলে, বিশ্ব জুড়ে আমরা সুদূরপ্রসারী খাদ্য সংকটে ভুগছি—এমন কি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশও দারিদ্র্যপীড়িত দেশের মধ্যে পড়ছে—অথচ একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সরকার কৃষকদের শস্য উৎপাদন না করার জন্য অর্থ দিচ্ছে। কখনও কখনও এই সব সরকার প্রচুর পরিমাণের খাদ্য সাগরে ফেলে দিচ্ছে। এভাবেই উদ্ধত ও অজ্ঞ প্রশাসন, যারা ভগবানের আইন মেনে চলতে অতি অহঙ্কারী অথবা তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে অতি অজ্ঞ, তারা সকল সময়েই জনগণের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করবে, পক্ষান্তরে একটি ভগবৎ-ভাবনাময় সরকার সকলের জন্যই প্রাচুর্য ও সুখের আয়োজন করে থাকে।

শ্লোক ১৩

জলস্থলৌকসঃ সর্বে নববারিনিষেবয়া ।
অবিভন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া ॥ ১৩ ॥

জল—জল; **স্থল**—ও স্থলের; **ওকসঃ**—নিবাসী; **সর্বে**—সমস্ত; **নব**—নতুন; **বারি**—জলের; **নিষেবয়া**—সুবিধা গ্রহণ করে; **অবিভন্**—ধারণ করেছিল; **রুচিরম্**—আকর্ষণীয়; **রূপম্**—রূপ; **যথা**—ঠিক যেমন; **হরি-নিষেবয়া**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা প্রদানের দ্বারা।

অনুবাদ

ভক্ত যেমন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হবার মাধ্যমে সুন্দর হয়ে ওঠে, তেমনই জল ও স্থলের সমস্ত প্রাণীরা বর্ষার নতুন পতিত জলের সুযোগ গ্রহণ করার ফলে তাদের রূপ আকর্ষণীয় ও মনোরম হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে আমাদের শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার আগে তারা দেখতে অত্যন্ত নোংরা ছিল, যদিও স্বাভাবিকভাবে তাদের

ব্যক্তিগত অবয়ব ছিল খুব সুন্দর; কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার ফলে তাদের দেখে মনে হত অত্যন্ত নোংরা ও দুর্দশাগ্রস্ত। কিন্তু যেহেতু তারা কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেছে, তাই তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং বিধি-নিষেধগুলি পালন করার ফলে তাদের দেহ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। যখন তারা গৈরিক বসন পরে, কপালে তিলক অঙ্কন করে, কণ্ঠে তুলসী মালা ধারণ করে এবং হাতে জপমালা নিয়ে পরিশোভিত হয়, তখন মনে হয় তারা যেন সরাসরি বৈকুণ্ঠ থেকে আবির্ভূত হয়েছে।"

শ্লোক ১৪

সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষোভ শ্বসনোর্মিমান্ ।
অপক্বযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্ যথা ॥ ১৪ ॥

সরিদ্ভিঃ—নদীগুলির সঙ্গে; **সঙ্গতঃ**—মিলনের ফলে; **সিন্ধুঃ**—সমুদ্র; **চুক্ষোভ**—ক্ষুব্ধ হয়; **শ্বসন**—বায়ুর দ্বারা প্রবাহিত; **ঊর্মি-মান্**—তরঙ্গিত; **অপক্ব**—অপরিণত; **যোগিনঃ**—একজন যোগীর; **চিত্তম্**—মন; **কাম-অক্তম্**—কামাসক্ত; **গুণ-যুক্**—ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়-এর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে; **যথা**—ঠিক যেন।

অনুবাদ

কামনার দ্বারা কলুষিত এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়ের প্রতি আসক্তচিত্ত অপরিণত যোগীর মন যেমন বিক্ষুব্ধ হয়, ঠিক তেমনই নদীগুলি যখন সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়, তখন তার তরঙ্গগুলি বায়ুবেগে প্রবাহিত হতে থাকে।

শ্লোক ১৫

গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ ।
অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ ॥ ১৫ ॥

গিরয়ঃ—পর্বতগুলি; **বর্ষ-ধারাভিঃ**—বৃষ্টি বহনকারী মেঘগুলির দ্বারা; **হন্যমানাঃ**—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; **ন বিব্যথুঃ**—কম্পিত হত না; **অভিভূয়মানাঃ**—আক্রান্ত হয়ে; **ব্যসনৈঃ**—বিপদের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **অধোক্ষজ-চেতসঃ**—যাঁদের মন পরমেশ্বর ভগবানে নিমগ্ন।

অনুবাদ

ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানে মগ্নচিত্ত ভক্তগণ সমস্ত রকম বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও শান্ত থাকেন, তেমনই বর্ষাকালে পর্বতগুলি বারংবার বাদল মেঘের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মোটেও বিচলিত হল না।

তাৎপর্য

বৃষ্টিধারা যখন আঘাত করে, তখন পর্বতগুলি কম্পিত হয় না; বরং, ময়লা থেকে ধৌত হয়ে তারা উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে ওঠে। তেমনই, প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের কোনও উন্নত ভক্ত তাঁর ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান থেকে বিচ্যুত হন না, বরং তার পরিবর্তে তাঁর হৃদয় থেকে এই জগতের প্রতি আসক্তির ধূলি পরিষ্কৃত হয়। এভাবেই কষ্টদায়ক অবস্থাগুলি সহ্য করার মাধ্যমে ভক্ত সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে, একজন ভক্ত জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপারূপে গ্রহণ করেন এবং হৃদয়ঙ্গম করেন যে, সমস্ত দুঃখকষ্টই ভোক্তার নিজের পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ।

শ্লোক ১৬

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালেন চাহতাঃ ॥ ১৬ ॥

মার্গাঃ—পথগুলি; **বভূবুঃ**—হয়েছিল; **সন্দিগ্ধাঃ**—সন্দেহের বিষয়; **তৃণৈঃ**—তৃণের দ্বারা; **ছন্নাঃ**—আচ্ছাদিত; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **অসংস্কৃতাঃ**—অপরিষ্কৃত; **ন অভ্যস্যমানাঃ**—অধ্যয়নে রত না হয়ে; **শ্রুতয়ঃ**—শ্রুতিশাস্ত্র; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **চ**—এবং; **আহতাঃ**—দুষিত।

অনুবাদ

বর্ষা ঋতুতে, পরিষ্কৃত না হবার ফলে পথগুলি ঘাস ও জঞ্জালে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং পথ খুঁজে বার করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই পথগুলি ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থের মতো, যেগুলি ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন না করার ফলে দূষিত হয়েছে এবং কালের প্রভাবে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে।

শ্লোক ১৭

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ ।
স্থৈর্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব ॥ ১৭ ॥

লোক—সমস্ত জগতের; **বন্ধুষু**—যাঁরা বন্ধু; **মেঘেষু**—মেঘগুলির মধ্যে; **বিদ্যুতঃ**—বিদ্যুৎ; **চল-সৌহৃদাঃ**—তাদের বন্ধুত্বের প্রতি অস্থির; **স্থৈর্যম্**—স্থিরতা; **ন চক্রুঃ**—পালন করত না; **কামিন্যঃ**—কামার্তা রমণী; **পুরুষেষু**—পুরুষদের মধ্যে; **গুণিষু**—যিনি গুণবান; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

মেঘেরা যদিও সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি অস্থিরতার কারণে বিদ্যুৎ এক দল মেঘ থেকে আর এক দলে স্থানান্তরিত হত, ঠিক যেমন কামার্তা রমণীরা গুণবান পুরুষদের প্রতিও অবিশ্বাসী হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "বর্ষাকালে মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ খেলে বেড়ায়। এই দৃশ্যমান বিষয়টিকে একজন কামার্তা রমণীর সঙ্গে তুলনা করা যায় যে তার মনকে একজন পুরুষে নিবিষ্ট করতে পারে না। একটি মেঘকে একজন গুণবান পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কারণ মেঘ জল বর্ষণ করে বহু মানুষকে খাদ্য দান করে; গুণবান পুরুষও তেমনই তাঁর পরিবারের সদস্য অথবা তাঁর শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মতো বহু প্রাণীর ভরণপোষণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর স্ত্রী যদি তাঁকে ত্যাগ করে চলে যায়, তা হলে তাঁর জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তে পারে; স্বামী যখন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, তখন তার সমস্ত পরিবার বিনষ্ট হয়ে যায়। তাঁর ছেলে-মেয়েরা এদিক সেদিক চলে যায় অথবা তাঁর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে সব কিছুই এলামেলো হয়ে যায়। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনও স্ত্রী যদি কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করতে চান, তা হলে তিনি যেন শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বসবাস করেন এবং কখনই যেন তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ না হয়। স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য অসংযত যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং কৃষ্ণভাবনামৃতে মনকে একাগ্র করে রাখা যাতে তাঁদের জীবন সার্থক হয়। এই জড় জগতে একজন পুরুষ স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীসঙ্গ কামনা করেন এবং একজন স্ত্রীও স্বাভাবিকভাবে পুরুষের সঙ্গ কামনা করেন। তাঁরা যখন মিলিত হন, তখন কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়ে তাঁরা যেন শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন এবং কখনই এক দল মেঘ থেকে অন্য দলের মেঘে গিয়ে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো উচ্ছৃঙ্খল হওয়া উচিত নয়।"

শ্লোক ১৮

ধনুর্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণং চ গুণিন্যভাৎ ।
ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষো যথা ॥ ১৮ ॥

ধনুঃ—ধনুক (রামধনু); **বিয়তি**—আকাশের মধ্যে; **মাহা-ইন্দ্রম্**—ইন্দ্রের; **নির্গুণম্**—গুণরহিত (অথবা একটি ধনুকের গুণরহিত); **চ**—যদিও; **গুণিনি**—শব্দগুণযুক্ত আকাশে; **অভাৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **ব্যক্তে**—প্রকাশিত জড়া প্রকৃতির মধ্যে; **গুণ-**

ব্যতিকরে—জড় গুণের পারস্পরিক ক্রিয়াজাত; **অগুণ-বান্**—জড় গুণের সঙ্গে কোনও সংযোগ নেই যাঁর সেই তিনি; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

ইন্দ্রের বক্র ধনুক (রামধনু) যখন গর্জনধ্বনির গুণযুক্ত আকাশে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তা সাধারণ ধনুকগুলির মতো ছিল না কারণ তা জ্যার উপর স্থাপিত ছিল না। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান জড় গুণের পারস্পরিক ক্রিয়াজাত এই জগতে প্রকাশিত হলেও তিনি সাধারণ মানুষের মতো নন, কারণ তিনি সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত থাকেন এবং সমস্ত জড় অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভাষ্যে বলেছেন—"বর্ষার আকাশে কখনও কখনও মেঘগর্জনের সঙ্গে রামধনুও দেখা যায়, যা জ্যাবিহীন ধনুকের মতো অবস্থান করে। সাধারণত, ধনুকের দুটি প্রান্ত জ্যা দিয়ে বাঁধা থাকে বলে ধনুক বেঁকে থাকে; কিন্তু রামধনুতে সেই রকম কোনও জ্যা নেই, কিন্তু তবুও তা অতি সুন্দর বক্রভাবে আকাশের বুকে অবস্থান করে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন। কিন্তু তা হলেও জড়জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা তিনি কোনভাবেই প্রভাবিত হন না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তিনি বহিরঙ্গা শক্তির বন্ধনমুক্ত তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা আবির্ভূত হন। সাধারণ জীবের পক্ষে যা বন্ধনস্বরূপ ভগবানের পক্ষে তা-ই মুক্তিস্বরূপ।"

শ্লোক ১৯

ন ররাজোড়ুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈঃ ।
অহংমত্যা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা ॥ ১৯ ॥

ন ররাজ—দীপ্তিমান ছিল না; **উড়ুপঃ**—চন্দ্র; **ছন্নঃ**—আচ্ছাদিত; **স্ব-জ্যোৎস্না**—তার নিজের আলোর দ্বারা; **রাজিতৈঃ**—আলোকিত; **ঘনৈঃ**—মেঘরাশির দ্বারা; **অহম্-মত্যা**—অহঙ্কারের দ্বারা; **ভাসিতয়া**—আলোকিত; **স্ব-ভাসা**—তার নিজের দীপ্তির দ্বারা; **পুরুষঃ**—জীব; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

বর্ষা ঋতুতে মেঘরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ার ফলে চন্দ্র সরাসরিভাবে প্রকাশিত হতে পারে না, অথচ মেঘেরা নিজেরাই চন্দ্রের জ্যোৎস্না দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে। তেমনই, অহঙ্কারে আচ্ছাদিত থাকার ফলে জড় জগতে

জীবাত্মা সরাসরিভাবে প্রকাশিত হতে পারে না, অথচ অহঙ্কার নিজেই শুদ্ধ আত্মার চেতনার দ্বারা আলোকিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে প্রদত্ত উপমাটি চমৎকার। বর্ষাকালে আকাশে আমরা চাঁদ দেখতে পাই না, কারণ চাঁদ মেঘরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এই সমস্ত মেঘেরা কিন্তু চাঁদের স্বীয় জ্যোৎস্নার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তেমনই, জড় জগতের বদ্ধ দশায় আমরা সরাসরিভাবে আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি না, কারণ আমাদের চেতনা অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছাদিত, যা জড় জগৎ ও জড় দেহের সাথে আমাদের মিথ্যা পরিচিতি। তবুও আত্মার নিজের চেতনার আলোয় মিথ্যা অহঙ্কার আলোকিত হয়।

যেমন *গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, চেতনা আত্মার শক্তি, আর যখন এই চেতনা মিথ্যা অহঙ্কারের পর্দার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তা অস্পষ্ট, জড় চেতনারূপে প্রকাশ পায়, যেখানে জীবাত্মা ও ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না। এই জড় জগতে, মহান দার্শনিকেরাও শেষ পর্যন্ত পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অস্পষ্ট দ্ব্যর্থবোধকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, ঠিক যেমন চন্দ্রের বর্ণময় জ্যোৎস্নাকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ কেবলমাত্র অনুজ্জ্বল ও পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে।

জাগতিক জীবনে আমাদের মিথ্যা অহঙ্কার কখনও কখনও উৎসাহজনক, আশাব্যঞ্জক ও আপাতদৃষ্টিতে নানাবিধ জড় বিষয় সচেতন বলে মনে হয় এবং এই ধরনের চেতনা জড় অস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যেতে আমাদের উৎসাহিত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কেবলমাত্র আমাদের প্রকৃত শুদ্ধ চেতনা, অর্থাৎ আত্মা ও ভগবানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিরূপ কৃষ্ণভাবনামৃতের বিকৃত প্রতিফলনের অভিজ্ঞতা লাভ করছি। মিথ্যা অহঙ্কার যে কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানময় ও আনন্দময় প্রকৃত চিন্ময় চেতনাকে নিরুৎসাহিত ও গতিরোধ করে, এই কথা হৃদয়ঙ্গম না করে, আমরা ভুলবশত মনে করছি যে, জড় চেতনাই জ্ঞানময় ও আনন্দময়। আলোকিত মেঘেরাই যেন রাত্রির আকাশকে আলোকিত করছে এই রকম মনে করার সঙ্গে এই ধারণার তুলনা করা চলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রালোকই আকাশকে আলোকিত করে, বরং মেঘেরা চন্দ্রালোককে স্তিমিত করে ও বাধা দেয়। মেঘেদের আলোকিত দেখায় কারণ তারা উজ্জ্বল চন্দ্র কিরণকে পরিশ্রুত করছে এবং বাধাদান করছে। তেমনই, সময়ে সময়ে জড় চেতনাও আনন্দময় ও জ্ঞানময় মনে হয়, কারণ আত্মা থেকে প্রত্যক্ষভাবে আগত মৌলিক, আনন্দময় ও জ্ঞানময় চেতনাকে তা বাধাদান করছে অথবা পরিশ্রুত করছে। আমরা যদি এই শ্লোকে প্রদত্ত বুদ্ধিদীপ্ত উপমাটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তা হলে সহজেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে অগ্রসর হতে পারি।

শ্লোক ২০

মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ ।
গৃহেষু তপ্তনির্বিণ্ণা যথাচ্যুতজনাগমে ॥ ২০ ॥

মেঘ—মেঘরাশির; **আগম**—আগমনে; **উৎসবাঃ**—যে একটি উৎসব উদযাপন করে; **হৃষ্টাঃ**—আনন্দিত হয়ে; **প্রত্যনন্দন্**—তারা অভিনন্দন করে চিৎকার করতে লাগল; **শিখণ্ডিনঃ**—ময়ূরেরা; **গৃহেষু**—তাদের গৃহের মধ্যে; **তপ্ত**—যারা দুর্দশাগ্রস্ত; **নির্বিণ্ণাঃ**—এবং তখন আনন্দিত হয়; **যথা**—ঠিক যেমন; **অচ্যুত**—অচ্যুত পুরুষ ভগবানের; **জন**—ভক্তগণের; **আগমে**—সমাগমে।

অনুবাদ

মেঘসমাগম দর্শন করে ময়ূরেরা উৎসব-মুখরিত হয়ে আনন্দে অভিনন্দন করতে করতে চিৎকার করতে লাগল, ঠিক যেমন সংসার জীবনে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরা তাদের গৃহে অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের আগমনে আনন্দ অনুভব করে।

তাৎপর্য

শুষ্ক গ্রীষ্ম ঋতুর পর প্রথম গর্জনকারী বর্ষার মেঘ আগমনের ফলে ময়ূরেরা আনন্দিত হয় এবং তার ফলে তারা মহা আনন্দে নৃত্য করতে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে, কৃষ্ণভাবনামৃতে আগমনের পূর্বে আমাদের অনেক ভক্ত অত্যন্ত শুষ্ক ও বিষাদগ্রস্ত ছিল, কিন্তু ভগবৎ-ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে তারা এখন আনন্দোচ্ছল ময়ূরের মতো নৃত্য করছে।"

শ্লোক ২১

পীত্বাপঃ পাদপাঃ পদ্ভিরাসন্নানাত্মমূর্তয়ঃ ।
প্রাক্ক্ষামাস্তপসা শ্রান্তা যথা কামানুসেবয়া ॥ ২১ ॥

পীত্বা—পান করে; **আপঃ**—জল; **পাদপাঃ**—বৃক্ষগুলি; **পদ্ভিঃ**—তাদের পা দ্বারা; **আসন্**—ধারণ করলেন; **নানা**—বিবিধ; **আত্ম-মূর্তয়ঃ**—দেহগত রূপসকল; **প্রাক্**—পূর্বে; **ক্ষামাঃ**—ক্ষীণকায়; **তপসা**—তপশ্চর্যার দ্বারা; **শ্রান্তাঃ**—শ্রান্ত; **যথা**—যেমন; **কাম-অনুসেবয়া**—অর্জিত অভিলষিত বিষয় উপভোগের দ্বারা।

অনুবাদ

বৃক্ষসকল ক্ষীণ ও শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের পায়ের মাধ্যমে নতুনভাবে পতিত বর্ষার জল পান করার পর, তাদের নানা দেহগত রূপ প্রস্ফুটিত হল।

তেমনই, তপশ্চর্যার ফলে যার দেহ ক্ষীণ ও দুর্বল হয়েছে, সেই তপশ্চর্যার মাধ্যমে প্রাপ্ত জড় বিষয়বস্তু উপভোগের পর সে পুনরায় তার স্বাস্থ্যকর দৈহিক বৈশিষ্ট্যাদি প্রদর্শন করে।

তাৎপর্য

পাদ শব্দটির অর্থ পা, আর *পা* শব্দটির অর্থ পান করা। বৃক্ষদের *পাদপ* বলা হয় কারণ তাদের মূল বা শিকড়ের মাধ্যমে তারা পান করে, যা পায়ের মতো। নতুনভাবে পতিত বর্ষার জল পান করার ফলে, বৃন্দাবনের বৃক্ষসমূহ নতুন পত্র, অঙ্কুর ও পুষ্পমুকুল প্রকাশ করতে লাগল এবং এভাবেই তাদের নতুনভাবে ক্রমবিকাশ তারা উপভোগ করছিল। তেমনই, জড়বাদী মানুষেরা প্রায়ই তাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জন করার জন্য কঠোর তপশ্চর্যা পালন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকার রাজনীতিবিদরা যখন নির্বাচনে ব্যাপক প্রচারের জন্য গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করে, তখন তাদের কঠোর তপশ্চর্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ব্যবসায়ীদেরও অনেক সময় তাদের ব্যবসার সাফল্যের জন্য ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে হয়। এই ধরনের তপোময় ব্যক্তিরা তাদের তপশ্চর্যার ফল প্রাপ্ত হলে পুনরায় স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিকর হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন বৃক্ষেরা শুষ্ক গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপরূপ তপশ্চর্যা সহ্য করার পর আগ্রহ সহকারে বর্ষার জল পান করতে থাকে।

শ্লোক ২২

সরঃস্বশান্তরোধঃসু ন্যষুরঙ্গাপি সারসাঃ ।
গৃহেষ্বশান্তকৃত্যেষু গ্রাম্যা ইব দুরাশয়াঃ ॥ ২২ ॥

সরঃসু—সরোবরের; **অশান্ত**—অশান্ত; **রোধঃসু**—তীরে; **ন্যষুঃ**—বাস করতে থাকে; **অঙ্গ**—হে প্রিয় রাজন্; **অপি**—বস্তুত; **সারসাঃ**—সারসগণ; **গৃহেষু**—তাদের গৃহে; **অশান্ত**—অশান্ত; **কৃত্যেষু**—যেখানে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়; **গ্রাম্যাঃ**—জড়বাদী মানুষজন; **ইব**—বস্তুত; **দুরাশয়াঃ**—যাদের মন দূষিত।

অনুবাদ

কলুষচিত্ত জড়বাদী মানুষেরা যেমন অনেক অশান্তি সত্ত্বেও সর্বদাই গৃহে বাস করে, তেমনই বর্ষাকালে তীরগুলি অশান্ত থাকা সত্ত্বেও সারসেরা সরোবর তীরে নিরন্তর বাস করতে লাগল।

তাৎপর্য

বর্ষাকালে সরোবরের তীরগুলি প্রায়শ কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে এবং কণ্টকযুক্ত তৃণগুল্ম, পাথর ও অন্যান্য আবর্জনা কখনও কখনও সেখানে জমা হয়। এই সমস্ত অসুবিধা

সত্ত্বেও, হংস ও সারসেরা সেই সরোবরের তীরে চারি দিকে ক্রমাগত ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে থাকে। তেমনই, অসংখ্য যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা পারিবারিক জীবনকে সর্বদাই বিব্রত করছে, কিন্তু জড়বাদী মানুষ তার সমর্থ পুত্রদের হাতে সংসারভার তুলে দিয়ে, পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য কখনই সংসার ত্যাগ করার কথা ভাবে না। সে মনে করে এমন সব ধারণা অতীব বেদনাদায়ক ও সংস্কৃতিহীন, কারণ পরমতত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শ্লোক ২৩

জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে ।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা ॥ ২৩ ॥

জল-ওঘৈঃ—বন্যার জলের দ্বারা; **নিরভিদ্যন্ত**—ভগ্ন হয়েছিল; **সেতবঃ**—বাঁধগুলি; **বর্ষতি**—যখন তিনি বর্ষণ করছিলেন; **ঈশ্বরে**—দেবরাজ ইন্দ্র; **পাষণ্ডিনাম্**—নাস্তিকদের; **অসৎ-বাদৈঃ**—মিথ্যা মতবাদগুলির দ্বারা; **বেদ-মার্গাঃ**—বেদের পন্থাগুলি; **কলৌ**—কলিযুগে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

কলিযুগে নাস্তিকদের ভ্রান্ত মতবাদগুলি যেমন বৈদিক বিধি-নিষেধের সীমা ভঙ্গ করে, তেমনই ইন্দ্র যখন বর্ষণ করেন, তখন বন্যার জল কৃষিক্ষেত্রের জলসেচনের বাঁধগুলি ভঙ্গ করে দেয়।

শ্লোক ২৪

ব্যমুঞ্চন্ বায়ুভির্ন্নুন্না ভূতেভ্যশ্চামৃতং ঘনাঃ ।
যথাশিষো বিশ্‌পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যমুঞ্চন্—তারা মুক্ত করল; **বায়ুভিঃ**—বায়ুর দ্বারা; **নুন্নাঃ**—চালিত হয়ে; **ভূতেভ্যঃ**—সকল জীবের প্রতি; **চ**—এবং; **অমৃতম্**—তাদের অমৃতময় জলধারা; **ঘনাঃ**—মেঘরাশি; **যথা**—যেমন; **আশিষঃ**—পরহিতকারী আশীর্বাদসকল; **বিট্-পতয়ঃ**—নরপতিগণ; **কালে কালে**—সময়ে সময়ে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **ঈরিতাঃ**—উৎসাহিত হয়ে।

অনুবাদ

নরপতিগণ যেমন তাঁদের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে নাগরিকদের জন্য দান প্রদান করেন, তেমনই বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে মেঘরাশি সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের অমৃতময় জলধারা মুক্ত করতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "বর্ষাকালে বায়ু তাড়িত হয়ে মেঘ অমৃতের মতো মধুর বারিবর্ষণ করে। বেদানুগ ব্রাহ্মণেরা যখন বিশাল যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য রাজা বা ধনী বণিকদের মতো বিত্তশালীদের দান প্রদানে অনুপ্রাণিত করেন, তখন এই প্রকার সম্পদ বিতরণও অমৃত বর্ষণের মতোই মধুর বলে মনে হয়। পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—মানব-সমাজের এই চারটি বিভাগের উদ্দেশ্য। এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তখনই সম্ভব হয়, যখন তাঁরা যজ্ঞ সম্পাদনকারী ও সমভাবে সম্পদ বণ্টনকারী সুদক্ষ বৈদিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হন।"

শ্লোক ২৫

এবং বনং তদ্ বর্ষিষ্ঠং পক্কখর্জুরজম্বুমৎ ।
গোগোপালৈর্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ ॥ ২৫ ॥

এবম্—এভাবেই; **বনম্**—বন; **তৎ**—সেই; **বর্ষিষ্ঠম্**—অত্যন্ত সমৃদ্ধ; **পক্ক**—পাকা; **খর্জুর**—খেজুর; **জম্বু**—এবং জম্বু ফল; **মৎ**—বিশিষ্ট; **গো**—গাভী; **গোপালৈঃ**—এবং গোপবালকদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **রন্তুম্**—ক্রীড়া করার উদ্দেশে; **স-বলঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে; **প্রাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

বৃন্দাবনের বন যখন এভাবেই সুপক্ক খেজুর ও জম্বু ফলের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তখন গাভী ও গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীবলরামের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করবার জন্য সেই বনে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২৬

ধেনবো মন্দগামিন্য ঊধোভারেণ ভূয়সা ।
যযুর্ভগবতাহূতা দ্রুতং প্রীত্যা স্নুতস্তনাঃ ॥ ২৬ ॥

ধেনবঃ—গাভীগণ; **মন্দ-গামিন্যঃ**—ধীরে গমন করে; **ঊধঃ**—তাদের স্তনের; **ভারেণ**—ভারের জন্য; **ভূয়সা**—সমধিক; **যযুঃ**—তারা গমন করছিল; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **আহূতাঃ**—আহ্বানে; **দ্রুতম্**—দ্রুতবেগে; **প্রীত্যা**—স্নেহবশত; **স্নুত**—ভিজে উঠেছিল; **স্তনাঃ**—তাদের স্তনগুলি।

অনুবাদ

গাভীগণ তাদের সমধিক স্তনভারে ধীরে গমন করছিল, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের আহ্বান মাত্রই তারা দ্রুতবেগে তাঁর দিকে ধাবিত হল এবং তাঁর প্রতি প্রীতির নিমিত্ত তাদের স্তনসমূহ ভিজে উঠেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভাষ্যে বলছেন, "নতুন তাজা ঘাস পেয়ে গাভীরা অত্যন্ত সুস্থ সবল হয়েছিল এবং তাদের স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাদের নাম ধরে ডাকতেন, তখন তারা প্রীতিবশত তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে ছুটে আসত এবং আনন্দের আতিশয্যে তাদের স্তন থেকে দুধ ঝরে পড়ত।"

শ্লোক ২৭

বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজির্মধুচ্যুতঃ ।
জলধারা গিরের্নাদাদাসন্না দদৃশে গুহাঃ ॥ ২৭ ॥

বন-ওকসঃ—বনের আদিবাসী রমণীগণ; প্রমুদিতাঃ—আনন্দপূর্ণ; বন-রাজিঃ—বনের বৃক্ষসমূহ; মধু-চ্যুতঃ—মধু ক্ষরণ; জল-ধারাঃ—জলপ্রপাতসমূহ; গিরেঃ—পর্বতের উপরে; নাদাৎ—তাদের উচ্চধ্বনি থেকে; আসন্নাঃ—নিকটবর্তী; দদৃশে—তিনি নিরীক্ষণ করলেন; গুহাঃ—গুহাগুলি।

অনুবাদ

আনন্দপূর্ণ বনের আদিবাসী রমণীগণ, বৃক্ষসমূহ থেকে মধু ক্ষরণ এবং পর্বতের জলপ্রপাতগুলি ভগবান নিরীক্ষণ করলেন। সেই জলপ্রপাতগুলির উচ্চধ্বনি ইঙ্গিত করছিল যে, নিকটেই গুহা রয়েছে।

শ্লোক ২৮

ক্বচিদ্ বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াং চাভিবর্ষতি ।
নির্বিশ্য ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ ॥ ২৮ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; বনস্পতি—একটি বৃক্ষের; ক্রোড়ে—কোটরে; গুহায়াম্—একটি গুহার মধ্যে; চ—অথবা; অভিবর্ষতি—যখন বৃষ্টি হত; নির্বিশ্য—প্রবেশ করে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; রেমে—উপভোগ করতেন; কন্দ-মূল—মূলসমূহ; ফল—এবং ফলসমূহ; আশনঃ—ভোজন করে।

অনুবাদ

যখন বৃষ্টি নামত, তখন ভগবান ক্রীড়া করার জন্য এবং ফল-মূল ভোজন করার জন্য কখনও কখনও গুহা অথবা একটি বৃক্ষের কোটরে প্রবেশ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিশ্লেষণ করছেন যে, বর্ষার সময়ে কন্দ ও মূলগুলি অত্যন্ত নরম ও সুস্বাদু হয়, আর শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রাপ্ত বন্য ফলের সঙ্গে সেগুলি ভক্ষণ করতেন। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর অল্পবয়স্ক সখারা একটি গাছের কোটরে অথবা একটি গুহার মধ্যে বসে থাকতেন এবং বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করে লীলা উপভোগ করতেন।

শ্লোক ২৯

দধ্যোদনং সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে ।
সম্ভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥

দধি-ওদনম্—দধি মিশ্রিত অন্ন; **সমানীতম্**—প্রেরিত; **শিলায়াম্**—শিলার উপরে; **সলিল-অন্তিকে**—জলের সন্নিকটে; **সম্ভোজনীয়ৈঃ**—তাঁর সঙ্গে যাঁরা আহার করতেন; **বুভুজে**—তিনি ভোজন করলেন; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে; **সঙ্কর্ষণ-অন্বিতঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে।

অনুবাদ

শ্রীসঙ্কর্ষণ এবং নিয়মিত ভোজনকারী গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গৃহ থেকে প্রেরিত দধি মিশ্রিত অন্ন ভোজন করলেন। তাঁরা সকলে ভোজনের জন্য জলের সন্নিকটে একটি বড় শিলার উপর বসেছিলেন।

শ্লোক ৩০-৩১

শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্বতো মীলিতেক্ষণান্ ।
তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ গাশ্চ স্বোধোভরশ্রমাঃ ॥ ৩০ ॥
প্রাবৃট্শ্রিয়ং চ তাং বীক্ষ্য সর্বকালসুখাবহাম্ ।
ভগবান্ পূজয়াং চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্ ॥ ৩১ ॥

শাদ্বল—তৃণময় ভূমি; **উপরি**—উপরে; **সংবিশ্য**—বসে; **চর্বতঃ**—যারা জাবর কাটছিল; **মীলিত**—মুদিত; **ঈক্ষণান্**—তাদের চক্ষুসমূহ; **তৃপ্তান্**—পরিতৃপ্ত; **বৃষান্**—বৃষদের; **বৎসতরান্**—গোবৎসদের; **গাঃ**—গাভীদের; **চ**—এবং; **স্ব**—তাদের নিজেদের; **ঊধঃ**—স্তনের; **ভর**—ভারের দ্বারা; **শ্রমাঃ**—ক্লান্ত; **প্রাবৃট্**—বর্ষাকালের; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **চ**—এবং; **তাম্**—সেই; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সর্ব-কাল**—সকল সময়ে; **সুখ**—আনন্দ; **আব-হাম্**—দানকারী; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পূজয়াম্**

চক্রে—অভিনন্দিত করলেন; **আত্ম-শক্তি**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে; **উপবৃংহিতাম্**—বিস্তারিত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ পরিতৃপ্ত বৃষ, গোবৎস ও গাভীদের সবুজ ঘাসের উপর বসে চক্ষু মুদিত করে জাবর কাটতে দেখলেন এবং তিনি দেখলেন যে, গাভীরা তাদের স্তনভারে ক্লান্ত। এভাবেই সর্বকালের সুখজনক বৃন্দাবনের বর্ষাঋতুর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দর্শন করে, ভগবান সেই ঋতুকে অভিনন্দিত করলেন, যা তাঁর নিজের অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে বিস্তার লাভ করেছিল।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনে বর্ষা ঋতুর প্রাচুর্যপূর্ণ ও সরস সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় লীলা বিস্তার। এভাবেই, ভগবানের প্রেমময়ী বিষয়সমূহ সাজিয়ে তুলতে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি সমস্ত ব্যবস্থাই করেছিল যা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩২

এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবয়োর্ব্রজে ।
শরৎ সমভবদ্ ব্যভ্রা স্বচ্ছাম্বুপরুষানিলা ॥ ৩২ ॥

এবম্—এভাবেই; **নিবসতোঃ**—যখন তাঁরা দুজনে বাস করছিলেন; **তস্মিন্**—সেই; **রাম-কেশবয়োঃ**—শ্রীরাম ও শ্রীকেশব; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **শরৎ**—শরৎকাল; **সমভবৎ**—পূর্ণরূপে প্রকাশিত হল; **ব্যভ্রা**—আকাশ মেঘরাশি থেকে মুক্ত; **স্বচ্ছা-অম্বু**—যেখানে জল ছিল স্বচ্ছ; **অপরুষ-অনিলা**—এবং বায়ু ছিল মৃদু।

অনুবাদ

শ্রীরাম ও শ্রীকেশব যখন এভাবেই বৃন্দাবনে বাস করছিলেন, তখন শরৎ ঋতু সমাগত হল, যখন আকাশ মেঘমুক্ত, জল স্বচ্ছ ও বায়ু মৃদুমন্দ ছিল।

শ্লোক ৩৩

শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ ।
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া ॥ ৩৩ ॥

শরদা—শরৎ ঋতুর প্রভাবে; **নীরজ**—পদ্ম ফুলগুলি; **উৎপত্ত্যা**—যা পুনরায় উৎপাদন করে; **নীরাণি**—জলরাশি; **প্রকৃতিম্**—তাদের স্বাভাবিক অবস্থা (স্বচ্ছতা); **যযুঃ**—ফিরে পেল; **ভ্রষ্টানাম্**—যারা পতিত তাদের; **ইব**—যেমন; **চেতাংসি**—মন; **পুনঃ**—পুনরায়; **যোগ**—ভগবৎ-ভক্তির; **নিষেবয়া**—অভ্যাসের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবৎ-ভক্তির পন্থার দ্বারা যেমন প্রত্যাবর্তনকারী পতিত যোগীদের মন শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, তেমনই শরৎকালে পদ্ম ফুল পুনরায় উৎপত্তি হেতু বিভিন্ন জলরাশিও তাদের মূল শুদ্ধতা ফিরে পায়।

শ্লোক ৩৪

ব্যোম্নোঽব্‌ভ্রং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঙ্কমপাং মলম্ ।
শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যোম্নঃ—আকাশে; **অপ্-ভ্রম্**—মেঘরাশি; **ভূত**—প্রাণীদের; **শাবল্যম্**—সঙ্কীর্ণ অবস্থা; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **পঙ্কম্**—পঙ্কিলতা; **অপাম্**—জলের; **মলম্**—কলুষতা; **শরৎ**—শরৎ ঋতু; **জহার**—দূর করে; **আশ্রমিণাম্**—মানব-সমাজের চারটি বিভিন্ন আশ্রমীর; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **ভক্তিঃ**—ভক্তিময়ী সেবা; **যথা**—ঠিক যেমন; **অশুভম্**—সমস্ত অশুভ।

অনুবাদ

শরৎকাল যেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ পরিষ্কার করে, প্রাণীগণের সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার অবস্থা দূর করে, পৃথিবীর পঙ্কিলতা মুক্ত করে এবং জলের কলুষতা নির্মল করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পাদিত প্রেমময়ী সেবা চতুরাশ্রমীদের ব্যক্তিগত সমস্ত অশুভ থেকে মুক্ত করে।

তাৎপর্য

প্রতিটি মানুষেরই চতুরাশ্রমের যে কোনও একটির নিয়ম নির্দিষ্ট কর্তব্যসমূহ অবশ্যই পালন করা উচিত। এই বিভাগগুলি হচ্ছে—১) অবিবাহিত ছাত্রজীবন বা *ব্রহ্মচর্য;* ২) বিবাহিত জীবন বা *গার্হস্থ্য;* ৩) অবসরকালীন জীবন বা *বানপ্রস্থ;* এবং ৪) ত্যাগের জীবন বা *সন্ন্যাস*। ব্রহ্মচারী ছাত্র জীবনে অবশ্যই ভৃত্যের মতো নানাবিধ কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত, কিন্তু যখন সে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় উন্নতি সাধন করে, তখন তার গুরুজনেরা তার পারমার্থিক অবস্থান হৃদয়ঙ্গম করে তাকে উচ্চতর কর্তব্যে উন্নীত করেন। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি অনুষ্ঠিত অসংখ্য বাধ্যবাধকতা গৃহস্থকে অনবরত হয়রান করে তোলে, কিন্তু তিনি যখন কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় উন্নতি সাধন করেন, তখন তিনি আপনা থেকেই প্রকৃতির নিয়মে আরও আনন্দময় পারমার্থিক কার্যকলাপে উন্নীত হন এবং তিনি যেভাবেই হোক জাগতিক কর্তব্যগুলি কমিয়ে আনেন।

যাঁরা বানপ্রস্থ বা অবসর জীবনে রয়েছেন, তাঁদেরও অনেক কর্তব্য পালন করতে হয় এবং এই কর্তব্যগুলিকেও কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় পরিবর্তিত করে নেওয়া

যেতে পারে। তেমনই, যে সব সন্ন্যাসী পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপের ধ্যানের প্রতি অনুরক্ত, তাঁদের ত্যাগের জীবনেও অনেক স্বাভাবিক অসুবিধা রয়েছে। যেমন *ভগবদ্গীতায়* (১২/৫) বলা হয়েছে, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্*—"যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত, নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের পক্ষে উন্নতি সাধন করা অত্যন্ত কষ্টকর।" কিন্তু যখনই একজন সন্ন্যাসী প্রতি নগরাদি গ্রামে কৃষ্ণের মহিমা প্রচার করতে শুরু করেন, তখন তাঁর জীবন সুন্দর পারমার্থিক উপলব্ধির আনন্দময় পরিণতি লাভ করে।

শরৎকালে আকাশ তার স্বাভাবিক নীল রঙে ফিরে আসে। মেঘগুলি অদৃশ্য হওয়া যেন ব্রহ্মচারী জীবনের ক্লেশদায়ক কর্তব্যগুলি অদৃশ্য হওয়ার মতো। গ্রীষ্মের ঠিক পরেই বর্ষা আসে, যখন প্রাণীরা কখনও কখনও প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে উৎপীড়িত হয়ে একসঙ্গে প্রায় ঠাসাঠাসিভাবে বাস করে। কিন্তু শরৎ ঋতু এই সংকেত দেয় যে, প্রাণীদের এখন যার যার এলাকায় গিয়ে আরও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের সময়। এই পরিস্থিতি অনেকটা গৃহস্থের পারিবারিক কর্তব্যের হয়রানি থেকে মুক্ত হয়ে পারমার্থিক দায়িত্বে আরও বেশি সময় মনোনিবেশে সমর্থ হওয়া বোঝায়, সেটাই তার নিজের ও তার পরিবার উভয়ের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। পৃথিবীর পঙ্কিলতা দূর করা ঠিক যেন বানপ্রস্থ জীবনের অসুবিধাগুলি দূর করারই মতো এবং জলের শুদ্ধতা রক্ষা করা যেন যৌন কামনা রহিত হয়ে কৃষ্ণের গুণমহিমা প্রচারের দ্বারা *সন্ন্যাস* জীবনের পবিত্রতা রক্ষার মতো।

শ্লোক ৩৫

সর্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চসঃ ।
যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব-স্বম্—তাদের সর্বস্ব; **জল-দাঃ**—মেঘরাশি; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **বিরেজুঃ**—দীপ্তি পাচ্ছিল; **শুভ্র**—শুদ্ধ; **বর্চসঃ**—তাদের উজ্জ্বলতা; **যথা**—ঠিক যেমন; **ত্যক্তা-এষণাঃ**—যিনি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করেছেন; **শান্তাঃ**—শান্ত; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **মুক্ত-কিল্বিষাঃ**—অসৎ প্রবণতা থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

মেঘরাশি তাদের সর্বস্ব পরিত্যাগ করে শুদ্ধ উজ্জ্বলতা নিয়ে দীপ্তি পাচ্ছিল, ঠিক যেন সমস্ত জাগতিক বাসনা ত্যাগী শান্ত মুনিগণ সমস্ত পাপময় প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

মেঘরাশি যখন জলপূর্ণ থাকে, তখন সেগুলি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং সূর্যরশ্মিকে আচ্ছাদিত করে রাখে, ঠিক যেমন অশুদ্ধ মানুষের জড় মন তার অন্তরের উজ্জ্বল আত্মাকে আচ্ছাদিত করে রাখে। কিন্তু মেঘরাশি যখন প্রবল বর্ষণ করে, তখন সেই মেঘ শুভ্রবর্ণে পরিণত হয় এবং তা দীপ্তিশালী সূর্যকে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত করে, ঠিক যেমন সমস্ত জড় বাসনা ও পাপযুক্ত প্রবণতা পরিত্যাগী কোনও মানুষ শুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং তার পর উজ্জ্বলভাবে তাঁর নিজের আত্মা ও পরমাত্মাকে অন্তরে প্রতিফলিত করেন।

শ্লোক ৩৬

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্ ।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥ ৩৬ ॥

গিরয়ঃ—পর্বতসকল; **মুমুচুঃ**—মোচন করছিল; **তোয়ম্**—তাদের জল; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ন মুমুচুঃ**—তারা মোচন করছিল না; **শিবম্**—শুদ্ধ; **যথা**—ঠিক যেমন; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞানের; **অমৃতম্**—অমৃত; **কালে**—উপযুক্ত সময়ে; **জ্ঞানিনঃ**—পারমার্থিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ; **দদতে**—দান করেন; **ন বা**—অথবা না।

অনুবাদ

অপ্রাকৃত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন কখনও অপ্রাকৃত জ্ঞানামৃত প্রদান করেন এবং কখনও করেন না, তেমনই এই ঋতুতে পর্বতসকল কখনও তাদের শুদ্ধ জলধারা মোচন করছিল এবং কখনও করছিল না।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে বর্ষা ঋতুর বর্ণনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে শরৎ ঋতু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং এই ঋতু বর্ষা থেমে গেলে শুরু হয়। বর্ষাকালে পর্বত থেকে সব সময় জল প্রবাহিত হয়, কিন্তু শরৎকালে কখনও জল প্রবাহিত হয় এবং কখনও হয় না। তেমনই, মহান আচার্যগণ কখনও বিস্তারিতভাবে পারমার্থিক জ্ঞান বর্ণনা করেন, আবার কখনও তাঁরা মৌন থাকেন। আত্মজ্ঞানী পুরুষ নিবিড়ভাবে পরমাত্মার সংস্পর্শে থাকেন এবং কোনও যোগ্য পারমার্থিক বিজ্ঞানী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বিশেষ অবস্থা বিশেষে পরম-তত্ত্বের বর্ণনা করতেও পারেন, আবার না করতেও পারেন।

শ্লোক ৩৭

নৈবাবিদন্ ক্ষীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ ।
যথায়ুরন্বহং ক্ষয্যং নরা মূঢ়াঃ কুটুম্বিনঃ ॥ ৩৭ ॥

ন—না; **এব**—বস্তুত; **অবিদন্**—জানতে পারে; **ক্ষীয়মাণম্**—ক্ষীয়মাণ; **জলম্**—জল; **গাধ-জলে**—অগভীর জলে; **চরাঃ**—যারা চলাফেরা করে; **যথা**—যেমন; **আয়ুঃ**—তাদের আয়ুষ্কাল; **অনু-অহম্**—প্রতি দিন; **ক্ষয্যম্**—ক্ষীয়মাণ; **নরাঃ**—মানুষেরা; **মূঢ়াঃ**—মূঢ়; **কুটুম্বিনঃ**—পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাস করে।

অনুবাদ

মূঢ় সংসারী মানুষেরা অতিক্রান্ত দিনগুলির সঙ্গে কিভাবে তাদের আয়ু ক্ষয় হচ্ছে তা যেমন দেখতে পারে না, তেমনই ক্রমশ ক্ষীয়মাণ জলে সন্তরণরত মৎস্যরা জলের ক্ষীয়মাণতার কথা একেবারেই জানতে পারে না।

তাৎপর্য

বর্ষাকালের পর জল ধীরে ধীরে কমে যায়, কিন্তু মূর্খ মাছেরা তা বুঝতে পারে না; এভাবে তারা প্রায়ই সরোবরের তীরে এবং নদীতটে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তেমনই, যারা সংসার জীবনে মোহিত তারা বুঝতেও পারে না যে, তাদের জীবনের বাকি অংশ ক্রমাগত কমে আসছে; এভাবেই তারা কৃষ্ণভাবনামৃতে শুদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

শ্লোক ৩৮

গাধবারিচরাস্তাপমবিন্দঞ্ছরদর্কজম্ ।
যথা দরিদ্রঃ কৃপণঃ কুটুম্ব্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

গাধ-বারি-চরাঃ—যারা অগভীর জলে চলাফেরা করে; **তাপম্**—কষ্টভোগ করে; **অবিন্দন্**—অভিজ্ঞতা লাভ করে; **শরৎ-অর্ক-জম্**—শরৎকালীন সূর্যকিরণ; **যথা**—যেমন; **দরিদ্রঃ**—একজন গরীব লোক; **কৃপণঃ**—কৃপণ; **কুটুম্বী**—সংসার জীবনে নিমগ্ন; **অবিজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—যে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেনি।

অনুবাদ

কৃপণ ও সংসার-জীবনে অতিশয় নিমগ্ন দারিদ্র্যপীড়িত ব্যক্তি যেমন তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করতে না পারার জন্য কষ্টভোগ করে, তেমনই অগভীর জলে সন্তরণশীল মৎস্যগুলিকেও শরৎকালীন সূর্যের তাপের দ্বারা কষ্টভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

যদিও পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মূর্খ মাছেরা ক্ষীয়মাণ জল সম্বন্ধে সচেতন নয়, কিন্তু কেউ হয়ত 'অজ্ঞানতাই আনন্দ' এই ধরনের পুরানো প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী মনে করতে পারে যে, এই সমস্ত মাছ তবুও সুখী। কিন্তু অজ্ঞ মাছগুলিকেও শরতের সূর্যের দ্বারা দগ্ধ হতে হয়। তেমনই, যদিও সংসারে আসক্ত কোনও মানুষ তার পারমার্থিক জীবনের অজ্ঞতাকে পরম সুখময় বলে মনে করতে পারে, কিন্তু সংসার জীবনের সমস্যা দ্বারা তাকে ক্রমাগত বিব্রত হতে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে, তার অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়গুলি শেষপর্যন্ত তাকে উপশমহীন তীব্র দৈহিক যাতনাময় অবস্থার দিকে নিয়ে যায়।

শ্লোক ৩৯

শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামং চ বীরুধঃ ।
যথাহংমমতাং ধীরাঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু ॥ ৩৯ ॥

শনৈঃ শনৈঃ—ধীরে ধীরে; **জহুঃ**—পরিত্যাগ করেছিল; **পঙ্কম্**—তাদের পঙ্কিলতা; **স্থলানি**—স্থলভূমিসকল; **আমম্**—তাদের অপক্ক অবস্থা; **চ**—এবং; **বীরুধঃ**—লতা-গুল্মসমূহ; **যথা**—যেমন; **অহম্-মমতাম্**—আমিত্ব ও মমত্ববুদ্ধি; **ধীরাঃ**—ধীর ঋষিগণ; **শরীর-আদিষু**—জড় শরীর ও অন্যান্য বাহ্যিক বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীভূত করা; **অনাত্মসু**—প্রকৃত আত্মা থেকে যা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

অনুবাদ

ধীর মুনিগণ যেমন প্রকৃত আত্মা থেকে ভিন্ন জড় দেহ ও তার থেকে উপজাত অহং ও মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তেমনই বিভিন্ন স্থলভূমি ধীরে ধীরে তাদের পঙ্কিল অবস্থা পরিত্যাগ করেছিল এবং লতা-গুল্মসমূহ তাদের অপক্ক অবস্থা থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *আদিষু* শব্দটি দেহ উপজাত দ্রব্যসমূহকে নির্দেশ করছে, যেমন সন্তান, গৃহ ও সম্পদ।

শ্লোক ৪০

নিশ্চলাম্বুরভূত্তূষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে ।
আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্ মুনির্ব্যুপরতাগমঃ ॥ ৪০ ॥

নিশ্চল—স্থির; **অম্বুঃ**—তাদের জল; **অভূৎ**—হয়েছিল; **তূষ্ণীম্**—নিঃশব্দ; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **শরৎ**—শরৎ ঋতুর; **আগমে**—আগমনে; **আত্মনি**—যখন আত্মা; **উপরতে**—জড় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়েছে; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **মুনিঃ**—একজন মুনি; **ব্যুপরত**—পরিত্যাগ করে; **আগমঃ**—বৈদিক মন্ত্র পাঠ।

অনুবাদ

সমস্ত জড় কার্যকলাপ থেকে বিরত এবং বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ পরিত্যাগকারী কোনও মুনির মতোই শরতের আগমনে সমুদ্র ও সরোবরগুলি শব্দহীন এবং তাদের জল স্থির হয়ে যায়।

তাৎপর্য

জাগতিক উন্নতি, যৌগিক ক্ষমতা ও নির্বিশেষ মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে কেউ সাধারণ বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করে থাকেন। কিন্তু কোনও মুনি যখন ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন, তখন তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা ধ্বনিত করেন।

শ্লোক ৪১

কেদারেভ্যস্ত্বপোঽগৃহ্ণন্ কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ ।
যথা প্রাণৈঃ স্রবজ্জ্ঞানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ ॥ ৪১ ॥

কেদারেভ্যঃ—জলপ্লাবিত ধান্যক্ষেত্র থেকে; **তু**—এবং; **অপঃ**—জল; **অগৃহ্ণন্**—গ্রহণ করছিল; **কর্ষকাঃ**—কৃষকেরা; **দৃঢ়**—দৃঢ়; **সেতুভিঃ**—বাঁধের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **প্রাণৈঃ**—ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে; **স্রবৎ**—বহির্মুখ; **জ্ঞানম্**—চেতনা; **তৎ**—সেই ইন্দ্রিয়গুলির; **নিরোধেন**—দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা; **যোগিনঃ**—যোগিগণ।

অনুবাদ

যোগ অনুশীলনকারীরা যেভাবে বিক্ষুব্ধ ইন্দ্রিগুলির মাধ্যমে তাঁদের বহির্মুখী চেতনাকে দমন করার জন্য তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণে আনেন, ঠিক সেভাবেই কৃষকেরা ধানক্ষেতের জল যাতে বেরিয়ে না যায় বা ধরে রাখার জন্য মাটি দিয়ে দৃঢ় আল নির্মাণ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "শরৎকালে কৃষকেরা শক্ত করে আল বেঁধে ক্ষেতের জল ধরে রাখে যাতে ক্ষেতে ধরে রাখা জল গড়িয়ে চলে না যায়। তখন আর নতুনভাবে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে না; তাই জমিতে যতটুকু জল থাকে, সেটুকুই তারা ধরে রাখবার চেষ্টা করে। তেমনই, যে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর

হতে চান, তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি দমন করে তাঁর শক্তিকে রক্ষা করেন। শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, পঞ্চাশ বছর বয়সের পর সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা উচিত এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নতি সাধনে উপযোগের জন্য দেহের শক্তিকে সংরক্ষণ করা উচিত। যতক্ষণ মানুষ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় সেগুলিকে নিযুক্ত না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুক্তি লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই।"

শ্লোক ৪২

শরদর্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতানামুডুপোঽহরৎ ।
দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্ ॥ ৪২ ॥

শরৎ-অর্ক—শরৎকালের সূর্য; **অংশু**—কিরণ থেকে; **জান্**—উৎপন্ন; **তাপান্**—দুঃখকষ্ট; **ভূতানাম্**—সমস্ত প্রাণীদের; **উডুপঃ**—চন্দ্র; **অহরৎ**—হরণ করেছে; **দেহ**—জড় দেহের সঙ্গে; **অভিমানজম্**—মিথ্যা পরিচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; **বোধঃ**—আত্মজ্ঞান; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ব্রজ-যোষিতাম্**—বৃন্দাবনের নারীগণের।

অনুবাদ

আত্মজ্ঞান যেমন কোনও ব্যক্তির জড় দেহের সঙ্গে তার মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা উৎপন্ন দুঃখকষ্ট উপশম করে এবং শ্রীমুকুন্দ যেমন বৃন্দাবনের নারীগণের বিরহ জনিত ক্লেশ দূর করেন, ঠিক তেমনই শরৎকালের চন্দ্রও সমস্ত প্রাণীর সূর্যকিরণজনিত দুঃখকষ্টের উপশম করে।

শ্লোক ৪৩

খমশোভত নির্মেঘং শরদ্বিমলতারকম্ ।
সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম্ ॥ ৪৩ ॥

খম্—আকাশ; **অশোভত**—উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল; **নির্মেঘম্**—মেঘমুক্ত; **শরৎ**—শরৎকালে; **বিমল**—স্বচ্ছ; **তারকম্**—এবং তারকাখচিত; **সত্ত্ব-যুক্তম্**—সত্ত্বগুণযুক্ত; **যথা**—ঠিক যেন; **চিত্তম্**—মন; **শব্দ-ব্রহ্ম**—বৈদিক শাস্ত্রের; **অর্থ**—তাৎপর্য; **দর্শনম্**—যা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতি প্রদান করে।

অনুবাদ

প্রত্যক্ষভাবে বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য অনুভবকারী মানুষের চিন্ময় চেতনার মতো মেঘমুক্ত ও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান তারকারাশির দ্বারা পরিপূর্ণ শরতের আকাশ উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল।

তাৎপর্য

স্বচ্ছ ও নক্ষত্রখচিত শরৎকালের আকাশকে ভক্তের শুদ্ধ হৃদয়ের সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে। চিন্ময় প্রকৃতি সকল সময়েই দীপ্তিময়, স্বচ্ছ ও আনন্দময় এবং আত্মার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অবিলম্বে তৃপ্তিদানকারী এই চিন্ময় প্রকৃতিকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়। এটি কৃষ্ণভাবনামৃতের গূঢ় রহস্য।

শ্লোক ৪৪

অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্নি ররাজোড়ুগণৈঃ শশী ।
যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি ॥ ৪৪ ॥

অখণ্ড—অখণ্ড; **মণ্ডলঃ**—মণ্ডল; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ররাজ**—শোভিত হচ্ছিল; **উড়ুগণৈঃ**—নক্ষত্ররাশির সঙ্গে; **শশী**—চন্দ্র; **যথা**—যেমন; **যদুপতিঃ**—যদুবংশের অধিপতি; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বৃষ্ণি-চক্র**—বৃষ্ণিমণ্ডলীর দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **ভুবি**—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

যদুবংশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃষ্ণিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পৃথিবীতে উজ্জ্বলরূপে শোভিত হন, ঠিক তেমনই নক্ষত্ররাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পূর্ণচন্দ্র আকাশে শোভিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ বিশ্লেষণ করেছেন যে, বৃন্দাবনে পূর্ণচন্দ্র নিত্য উদিত হন এবং এই পূর্ণচন্দ্র পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশের মতো। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছিলেন, তখন তিনি নন্দ, উপনন্দ, বসুদেব ও অক্রূরের মতো বৃষ্ণিবংশের বিশিষ্ট সদস্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন।

শ্লোক ৪৫

আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতম্ ।
জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ ॥ ৪৫ ॥

আশ্লিষ্য—আলিঙ্গন করে; **সম**—সম; **শীত-উষ্ণম্**—শীত ও উষ্ণতার মধ্যে; **প্রসূন-বন**—ফুলবনের; **মারুতম্**—বায়ু; **জনাঃ**—সাধারণ মানুষেরা; **তাপম্**—দুঃখকষ্ট; **জহুঃ**—ত্যাগ করতে সমর্থ ছিল; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **ন**—না; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **হৃত**—অপহৃত; **চেতসঃ**—যাঁদের হৃদয়।

অনুবাদ

পুষ্পে পরিপূর্ণ বন থেকে আগত নাতিশীতোষ্ণ বায়ুর আলিঙ্গনের দ্বারা মানুষ তাদের দুঃখকষ্ট বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের দ্বারা যাঁদের হৃদয় অপহৃত হয়েছে, সেই গোপীগণ তা পারেন না।

শ্লোক ৪৬

গাবো মৃগাঃ খগা নার্যঃ পুষ্পিণ্যঃ শরদাভবন্ ।
অন্বীয়মানাঃ স্ববৃষৈঃ ফলৈরীশক্রিয়া ইব ॥ ৪৬ ॥

গাবঃ—গাভীরা; **মৃগাঃ**—হরিণীরা; **খগাঃ**—স্ত্রীপক্ষীরা; **নার্যঃ**—নারীরা; **পুষ্পিণ্যঃ**—তাদের ঋতুমতী সময়ে; **শরদা**—শরৎকালের প্রভাবে; **অভবন্**—হয়েছিল; **অন্বীয়মানাঃ**—অনুগামী; **স্ববৃষৈঃ**—তাদের নিজ নিজ পতির দ্বারা; **ফলৈঃ**—ভাল ফলের দ্বারা; **ঈশ-ক্রিয়াঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

শরৎকালের প্রভাবে গাভী, হরিণী, নারী ও স্ত্রীপক্ষীরা ঋতুমতী হয়ে উঠলে যৌনসঙ্গ লাভের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ পতিগামিনী হয়েছিল, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের দ্বারা আপনা হতেই সমস্ত মঙ্গলময় ফল লাভ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "শরতের আগমনে সাধারণত গাভী, হরিণী ও বিবাহিতা স্ত্রীরা গর্ভবতী হয়, কারণ সেই ঋতুতে পুরুষেরা সাধারণত যৌন বাসনার দ্বারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এটি অনেকটা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় পরমার্থবাদীদের জীবনের গন্তব্যস্থল প্রাপ্তির আশীর্বাদ লাভের মতো। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *উপদেশামৃতে* নির্দেশ দিয়েছেন যে, উৎসাহ, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভগবৎ-ভক্তি সম্পাদন করা উচিত এবং শাস্ত্রের নির্দেশাদি পালন, জড়-জাগতিক কলুষ থেকে নিজেকে শুদ্ধ রাখা ও ভক্তদের সঙ্গে থাকা উচিত। এই নির্দেশগুলি পালন করলে নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ভক্তির ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়। যিনি ধৈর্য সহকারে ভগবৎ-ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করেন, তিনি যথাসময়ে ফল লাভ করেন, যেমন পত্নীগণ গর্ভবতী হওয়ার মাধ্যমে ফল প্রাপ্ত হন।"

শ্লোক ৪৭

উদহৃষ্যন্ বারিজানি সূর্যোত্থানে কুমুদ্ বিনা ।
রাজ্ঞা তু নির্ভয়া লোকা যথা দস্যূন্ বিনা নৃপ ॥ ৪৭ ॥

উদহৃষ্যন্—প্রচুর প্রস্ফুটিত; **বারি-জানি**—পদ্মসকল; **সূর্য**—সূর্য; **উত্থানে**—যখন তা উদয় হয়েছিল; **কুমুৎ**—রাত্রে প্রস্ফুটিত কুমুদ-পদ্ম; **বিনা**—ব্যতীত; **রাজ্ঞা**—রাজার উপস্থিতি হেতু; **তু**—বাস্তবিকপক্ষে; **নির্ভয়াঃ**—নির্ভয়; **লোকাঃ**—জনগণ; **যথা**—যেমন; **দস্যূন্**—দস্যুগণ; **বিনা**—ব্যতীত; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সুদৃঢ় শাসকের উপস্থিতিতে দস্যু ব্যতীত আর সকলেই যেমন নির্ভয় হয়, ঠিক তেমনই শরৎকালীন সূর্যের উদয়ের ফলে রাত্রে প্রস্ফুটিত কুমুদ ব্যতীত আর সকল পদ্ম ফুলই সুখে প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৮

পুরগ্রামেষ্বাগ্রয়ণৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈঃ ।
বভৌ ভূঃ পক্বশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ ॥ ৪৮ ॥

পুর—শহরে; **গ্রামেষু**—ও গ্রামগুলিতে; **আগ্রয়ণৈঃ**—নতুন ফসলের প্রথম শস্যদানার স্বাদ গ্রহণের জন্য বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—অন্যান্য (লৌকিক) উৎসবের দ্বারা; **চ**—এবং; **মহা-উৎসবৈঃ**—মহোৎসব; **বভৌ**—শোভিত হয়েছিল; **ভূঃ**—পৃথিবী; **পক্ব**—পাকা; **শস্য**—তাঁর শস্যের দ্বারা; **আঢ্যা**—সমৃদ্ধিশালিনী; **কলা**—যিনি হচ্ছেন ভগবানের অংশ-প্রকাশ সেই তিনি; **আভ্যাম্**—(কৃষ্ণ ও বলরাম) সেই দুজনের দ্বারা; **নিতরাম্**—অত্যন্ত; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

সমস্ত শহরে ও গ্রামে নতুন ফসলের প্রথম শস্যদানার সম্মান ও স্বাদ গ্রহণের জন্য বৈদিক যজ্ঞ এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্য মেনে অনুরূপ উৎসব সম্পাদন করে জনসাধারণ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এভাবেই নবীন শস্যের দ্বারা সমৃদ্ধিশালিনী হয়ে এবং বিশেষ করে কৃষ্ণ ও বলরামের উপস্থিতির দ্বারা শ্রীমণ্ডিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশরূপে পৃথিবী শোভিতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

আগ্রয়ণৈঃ শব্দটির দ্বারা নির্দিষ্ট একটি অনুমোদিত বৈদিক যজ্ঞকে নির্দেশ করা হয়েছে, আর *ইন্দ্রিয়ৈঃ* শব্দটি দ্বারা জাগতিক বিষয় সমন্বিত লৌকিক অনুষ্ঠানসমূহকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে মন্তব্য করেছেন, "শরৎকালে ক্ষেতগুলি পাকা শস্যে ভরে যায়। সেই সময় মানুষ অত্যধিক ফসলের জন্য সুখী হয় এবং নবান্ন আদি নানাবিধ

উৎসবের আয়োজন করে। এই নবান্ন উৎসবে নতুন শস্য পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা হয়। বিভিন্ন মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের কাছে সেই নবান্ন উৎসর্গ করা হয় এবং তা দিয়ে তৈরি পরমান্ন গ্রহণ করার জন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। শরৎকালে অন্যান্য আরও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও নানা রকম পূজার আয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে, যেখানে সব চাইতে বড় উৎসব দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।"

শ্লোক ৪৯

বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতা নির্গম্যার্থান্ প্রপেদিরে ।
বর্ষরুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ স্বপিণ্ডান্ কাল আগতে ॥ ৪৯ ॥

বণিক্—ব্যবসায়ীগণ; **মুনি**—মুনিগণ; **নৃপ**—রাজাগণ; **স্নাতাঃ**—এবং ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ; **নির্গম্য**—বর্হিগত হয়ে; **অর্থান্**—তাঁদের বাঞ্ছিত বিষয়সমূহ; **প্রপেদিরে**—প্রাপ্ত হলেন; **বর্ষ**—বর্ষণ দ্বারা; **রুদ্ধাঃ**—ব্যাহত; **যথা**—যেমন; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধ ব্যক্তিগণ; **স্ব-পিণ্ডান্**—তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত রূপগুলি; **কালে**—যখন সময়; **আগতে**—আগত হয়।

অনুবাদ

বৃষ্টিতে আবদ্ধ বণিক, মুনি, নৃপতি ও ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ অবশেষে বেরিয়ে এসে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়াদি সংগ্রহ করেন, ঠিক যেমন এই জীবনে যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন, সঠিক সময় এলে জড় দেহ ত্যাগ করে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ রূপ লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, "বৃন্দাবনে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উপস্থিত থাকার ফলে শরৎ ঋতু সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। শরৎকালে বণিক সম্প্রদায়, রাজকীয় শ্রেণী ও মহাত্মারা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে তাদের অভীষ্ট সাধন করতে পারেন। তেমনই, পরমার্থবাদীরা যখন জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তাঁরাও তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করেন। বর্ষার সময় বণিক সম্প্রদায় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারেন না এবং তাই তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত লাভ হয় না। রাজপুরুষেরাও জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারেন না। আর সাধু-মহাত্মারা, দিব্য জ্ঞান প্রচারের জন্য যাঁদের অবশ্যই ভ্রমণ করতে হয়, বর্ষাকালে তাঁরাও চলাফেরা করতে পারেন না। কিন্তু শরতের আগমনে, তাঁরা সকলেই

বেরিয়ে পড়েন। পরমার্থবাদীদের ক্ষেত্রে, তিনি জ্ঞানী, যোগী ও ভগবৎ-ভক্ত যাই হোন, জড় দেহের কারণে তিনি প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক সিদ্ধি উপভোগ করতে পারেন না। কিন্তু যখনই তিনি দেহ ত্যাগ করেন, অথবা মৃত্যুর পর জ্ঞানী পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় জ্যোতিতে লীন হয়ে যান, তখন যোগী বিভিন্ন উচ্চতর গ্রহলোকে নিজেকে স্থানান্তরিত করেন এবং ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের ধাম গোলোক বৃন্দাবনে বা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেন আর এই ভাবেই তাঁর নিত্য, আনন্দময় ও চিন্ময় জীবন উপভোগ করেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ ঋতু' নামক বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।